بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ মার্চ ২০২৩ মোতাবেক ২৪ আমান ১৪০২ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (সূরা আল্ জুমুআ: ০৩-০৪)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আর তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন, অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। আর তাদেরই মধ্য থেকে অন্যদের প্রতিও তিনি তাকে প্রেরণ করেছেন যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

২৩ মার্চ দিনটি আহমদীয়া জামা'তে মসীহ্ মওউদ দিবস হিসেবে সুপরিচিত। গতকাল ছিল ২৩ মার্চ। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রেরিত যুগ ইমাম মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীকে মানার তৌফিক দান করেছেন। ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ, লুধিয়ানায় তিনি (আ.) নিষ্ঠাবান বন্ধুদের কাছ থেকে প্রথমবার বয়আত গ্রহণ করেন আর এভাবে নিষ্ঠাবানদের একটি জামা'তের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর যে আয়াতদ্বয় আমি পাঠ করেছি এতে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের আগমন এবং তাঁর মাধ্যমে একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠার সংবাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া পবিত্র কুরআনে মসীহ্ মওউদের আগমন সম্পর্কে আরও আয়াত রয়েছে। তাছাড়া হাদীসেও আগমনকারী মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী'র আগমনের বিভিন্ন ভবিষদ্বাণী রয়েছে। এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সূরা জুমুআর এই আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা এবং যেসব নিদর্শনের কথা আগমনকারীর যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছিল আর বিভিন্ন যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অধিকন্তু (এক্ষেত্রে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের দাবি কী ছিল– তা সংক্ষেপে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় উপস্থাপন করব। আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এই আয়াতের সারকথা হলো, খোদা তা'লা হলেন সেই খোদা যিনি এমন সময়ে রসূল প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাশূন্য হয়ে গিয়েছিল আর ধর্মীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান, যার মাধ্যমে আত্মা পরিপূর্ণ হয় এবং মানবাত্মা জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক উৎকর্ষে পৌঁছে– তা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গিয়েছিল। আত্মার সংশোধনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর মানুষ ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। অর্থাৎ খোদা ও তাঁর সোজা-সরল পথ থেকে তারা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। তখন এমন সময়ে খোদা তা'লা স্বীয় নিরক্ষর রসূলকে প্রেরণ করেন আর সেই রসূল তাদের আত্মাকে পবিত্র করেন আর কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাদেরকে সমৃদ্ধ করেন। অর্থাৎ নিদর্শন এবং বিভিন্ন মু'জিযা দ্বারা তাদেরকে নিশ্চিত জ্ঞানের স্তরে উপনীত করেন।

আর খোদার পরিচয় লাভের জ্যোতিতে তাদের হৃদয়কে আলোকিত করেন। পুনরায় বলেন যে, আরও একটি দল রয়েছে যারা শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও প্রথমে অন্ধকার ও ভ্রষ্টতায় নিপতিত থাকবে। আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নিশ্চিত বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে থাকবে। তখন খোদা তা'লা তাদেরকেও সাহাবীদের রঙে রঙীন করবেন, অর্থাৎ সাহাবীরা যা কিছু দেখেছেন তা তাদেরকেও দেখানো হবে। এমনকি তাদের নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসও সাহাবীদের নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সদৃশ হয়ে যাবে। আর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এই আয়াতের তফসীর করার সময় সালমান ফার্সীর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন,

لو كان الإيمان معلّقًا بالثريا لنالَه رجل من فارس

অর্থাৎ ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে তথা আকাশেও উঠে যায়, তবুও পারস্যবংশীয় এক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবেন। এদ্বারা তিনি একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শেষ যুগে পারস্যবংশীয় এক ব্যক্তি জন্ম নেবেন; সেই যুগে যে যুগ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তখন কুরআন আকাশে তুলে নেয়া হবে। এটিই সেই যুগ, যা মসীহ্ মওউদের যুগ। (যখন ঈমান উঠে গিয়েছে, কুরআন আকাশে চলে গিয়েছে অর্থাৎ এর ওপর আমল করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে– তাই এই যুগই মসীহ্ মওউদের আগমনের যুগ।) আর এই পারস্যবংশীয় ব্যক্তি তিনিই যার নাম মসীহ্ মওউদ। কেননা ক্রুশীয় আক্রমণ, যা ভঙ্গ করার জন্য মসীহ্ মওউদের আসার কথা, সেই আক্রমণ ঈমানের ওপরই হবে আর এসব লক্ষণ ক্রুশীয় আক্রমণের যুগ সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। আর লেখা আছে যে, মানুষের ঈমানের ওপর এই আক্রমণের চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই আক্রমণকেই অন্য কথায় দাজ্জালী আক্রমণ বলা হয়। 'আসারে' (অর্থাৎ শরীয়ত সম্পর্কে সাহাবীদের উদ্বৃত বিষয়াদিতে) বর্ণিত হয়েছে যে, সেই দাজ্জালের আক্রমণের সময় অনেক দুর্ভাগা এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিত্যাগ করবে এবং অনেক মানুষের ঈমানের প্রতি ভালোবাসা শীতল হয়ে যাবে। আর মসীহ্ মওউদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে ঈমানকে নবায়ন বা সঞ্জীবিত করা। কারণ আক্রমণ হবে ঈমানের ওপর এবং **لو كان الإيمان** হাদীস যা পারস্যবংশীয় ব্যক্তি সম্পর্কিত, তদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে; সেই পারস্যবংশীয় ব্যক্তি ঈমানকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসবেন। কাজেই, মসীহ্ মওউদ ও পারস্যবংশীয় ব্যক্তির যুগ যেহেতু একই আর (তাঁদের) কাজও একই অর্থাৎ ঈমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তাই এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হলো যে, মসীহ্ মওউদই পারস্যবংশীয় ব্যক্তি এবং তাঁর জামা'ত সম্পর্কেই এই وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াতটি। এই আয়াতের অর্থ হলো, চরম পথভ্রষ্টতার পর হিদায়েত ও প্রজ্ঞা লাভকারী এবং মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন মু'জিযা ও কল্যাণরাজি প্রত্যক্ষকারী দল কেবল দুটিই; প্রথমত মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ যারা মহানবী (সা.)-এর আগমনের পূর্বে চরম অন্ধকারের অমানিশায় নিপতিত ছিলেন এবং এরপর খোদা তা'লার কৃপায় তাঁরা মহানবীর যুগ পেয়েছেন ও স্বচক্ষে বিভিন্ন মু'জিযা দর্শন করেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন আর একীন তথা দৃঢ় বিশ্বাস তাদের মধ্যে এমন এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেয় যে, তাদের যেন শুধু আত্মাই অবশিষ্ট ছিল। দ্বিতীয় দল যারা উপরোক্ত আয়াত অনুসারে সাহাবীদের অনুরূপ তারা হলো, মসীহ্ মওউদের দল। কেননা এই দলও সাহাবীদের মতোই মহানবী (সা.)-এর মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষকারী এবং অন্ধকার ও ভ্রষ্টতার পর হিদায়াত লাভকারী। আর آخَرِينَ مِنْهُمْ আয়াতে যে, এই দলটিকে مِنْهُمْ (তাদের

মধ্য থেকে) মর্যাদার অর্থাৎ সাহাবীদের সদৃশ হবার নিয়ামতের ভাগিদার করা হয়েছে– তা একথার প্রতিই ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ যেভাবে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম মহানবী (সা.)-এর মু'জিযাসমূহ দেখেছেন ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনিভাবে তারাও প্রত্যক্ষ করবেন, আর মধ্যবর্তী যুগ পূর্ণাঙ্গরূপে এই নিয়ামত লাভের সুযোগ পাবে না। অতএব বর্তমানে এমনটিই হয়েছে; তেরোশ' বছর পর মহানবী (সা.)-এর মু'জিযাসমূহের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং মানুষজন স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছে। দারে কুতনী ও ফাতাওয়া ইবনে হাজরে বর্ণিত হাদীস অনুসারে রমযান মাসে কুসুফ ও খুসুফ সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। আর যেমনটি হাদীসের বক্তব্য ছিল সেভাবেই চন্দ্রগ্রহণ তার গ্রহণের রাতসমূহের মধ্যে প্রথম রাতে এবং সূর্যগ্রহণ তার গ্রহণের দিনগুলোর মধ্যম দিনে সংঘটিত হয়েছে। (আর এগুলো) এমন সময়ে (সংঘটিত হয়েছে) যখন মাহদী হবার দাবিকারক বিদ্যমান ছিল আর এমন ঘটনা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি অবধি আর কখনো ঘটে নি। কেননা এখন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি ইতিহাস থেকে এই ঘটনার কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে নি। (এরূপ আর কখনো ঘটেছে বলে কেউ ইতিহাস থেকে প্রমাণ করতে পারে নি)। অতএব এটি মহানবী (সা.)-এর একটি মু'জিযা ছিল যা মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে।

এরপর মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র যুগে **'যুস সিনীন'** তথা পুচ্ছবিশিষ্ট তারকা উদিত হবার কথা বর্ণনা করা হয়েছিল, যা উদিত হতে সহস্র সহস্র মানুষ দেখেছে। পুচ্ছবিশিষ্ট তারকা। একইভাবে জাভা'র অগ্নুৎপাতও লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। একইভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং হজ্জ বন্ধ হওয়াও সবাই চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছে। দেশে রেলগাড়ির প্রচলন এবং উষ্ট্র বেকার হওয়া- এসবকিছু মহানবী (সা.)-এর মু'জিযা ছিল যা বর্তমান যুগে ঠিক সেভাবেই দেখা হয়েছে যেভাবে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম বিভিন্ন মু'জিযা দেখেছিলেন। একারণেই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ এই শেষোক্ত দলটিকে **মিনহুম** শব্দে সম্বোধন করেছেন যাতে এটি ইঙ্গিত বহন করে যে, মু'জিযা অবলোকনের দিক দিয়ে তারাও সাহাবীদের রঙে রঙিন। চিন্তা করে দেখো! তেরোশ' বছরে **মিনহাজিন নবুয়্যত**-এর এমন যুগ আর কারা পেয়েছে? এই যুগ যেখানে আমাদের জামা'ত গঠিত হয়েছে তা বিভিন্ন আঙ্গিকে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুমের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তারা বিভিন্ন মু'জিযা ও নিদর্শনাবলী দেখেন, আজও দেখছেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) দেখেছেন। তারা খোদা তা'লার নিদর্শনাবলী এবং নিত্যনতুন বা চলমান ঐশী সমর্থনের কল্যাণে জ্যোতি ও বিশ্বাস লাভ করে যেমনটি সাহাবীরা পেয়েছিলেন। তারা খোদার পথে ঠাট্টাবিদ্রুপ, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা এবং বিভিন্ন প্রকার কষ্টদায়ক, অশ্রাব্য কথাবার্তা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রভৃতির দুঃখবেদনা ভোগ করছে, যেমনটি সাহাবীরা সহ্য করেছিলেন। (বর্তমানেও একই অবস্থা বিরাজমান।) তারা খোদা তা'লার জ্বলন্ত ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার কল্যাণে পবিত্র জীবন লাভ করছে, যেমনটি সাহাবীরা লাভ করেছিল। (এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে।) তাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যারা নামাযে কাঁদে এবং নয়নের অশ্রুতে সিজদাগাহ্‌কে সিক্ত করে, যেভাবে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম ক্রন্দন করতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যারা সত্যস্বপ্ন দেখেন এবং ঐশী এলহাম লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত হয়, যেমনটি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম হতেন। তাদের অধিকাংশ এমন যারা নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত অর্থ কেবলমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আমাদের জামা'তের (পেছনে) ব্যয় করে,

যেমনটি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম ব্যয় করতেন। তাদের মধ্য থেকে এমন অনেককে পাবে যারা মৃত্যুকে স্মরণ রেখে কোমল হৃদয় ও সত্যিকার খোদাভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে. যেমনটি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুমের জীবনচরিত ছিল। তারা খোদার দল যাদেরকে খোদা নিজেই দেখে রাখছেন এবং প্রতিনিয়ত তাদের হৃদয়কে পবিত্র করছেন আর তাদের বক্ষকে ঈমানের প্রজ্ঞায় পূর্ণ করছেন এবং ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করছেন, ঠিক যেভাবে সাহাবীদের (রা.) আকৃষ্ট করতেন। মোটকথা, এই জামা'তের মাঝে সেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা **'আখারীনা মিনহুম'** শব্দ দ্বারা প্রতিভাত হয়। আর খোদার কথা একদিন পূর্ণ হওয়াও আবশ্যক ছিল।

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'আখারীনা মিনহুম'** আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসীহ্ মওউদ-এর এই জামা'ত যেভাবে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুমের জামা'তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এই জামা'তের ইমাম তিনিও প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ মহানবী (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্য রাখেন, যেভাবে স্বয়ং মহানবী (সা.) প্রতিশ্রুত মাহদীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর সদৃশ হবেন এবং তার সত্তায় দু'টি সাদৃশ্য বিরাজ করবে। একটি সাদৃশ্য হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সাথে, যে–কারণে তিনি **মসীহ্** নামে আখ্যায়িত হবেন এবং দ্বিতীয় সাদৃশ্য মহানবী (সা.)-এর সাথে, যে–কারণে তিনি **মাহদী** নামে অভিহিত হবেন। এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের জন্যই লেখা আছে যে, তার দেহের একটি অংশ ইসরাঈলী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রঙের হবে এবং দ্বিতীয় অংশ আরব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রঙের হবে। হযরত মসীহ্ (আ.) এমন সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন মূসার ধর্ম গ্রীক শাস্ত্রবিদদের আক্রমণে ভয়াবহ অবস্থার শিকার হয়েছিল। আর তওরাতের শিক্ষা ও এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিদর্শনাবলীর ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ করা হতো আর গ্রীক মতাদর্শ অনুযায়ী খোদা তা'লার অস্তিত্বকেও এমন এক সত্তা বিবেচনা করা হয়েছিল যে, যিনি শুধুমাত্র সৃষ্টিকুলের মাঝেই বিদ্যমান এবং পরিকল্পনা মাফিক (বিশ্বজগতকে) পরিচালনা করছেন না। (অর্থাৎ সাধারণ সৃষ্টির মতই আর সকল শক্তির আধার নয়। এমন কোন সত্তা নয় যে, যা চাইবে তাই করতে পারবে।) আর নবুয়্যত সম্পর্কে পরিহাস করা হতো। যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর চৌদ্দশ' বছর পর এসেছিলেন তার আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা ছিল, মূসায়ী নবুয়্যতের যথার্থতা এবং এই ধর্মের সত্যতার বিষয়ে জীবন্ত সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা আর নিত্য-নতুন সাহায্য-সমর্থন এবং ঐশী সাক্ষ্য দ্বারা মূসায়ী শরীয়তের পুনরায় সংস্কার করে দেওয়া। একইভাবে এই উম্মতের জন্য (নির্ধারিত) মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যও এটিই ছিল যে, ইউরোপের দর্শন এবং ইউরোপের দাজ্জালিয়্যাত (বা চক্রান্ত) যেভাবে ইসলামের ওপর বিভিন্ন প্রকার আক্রমণ করেছে এবং মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত এবং বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার এবং কুরআনের শিক্ষার ওপর আপত্তি আর ইসলামের কল্যাণরাজি ও জ্যোতিকে চরম উপহাসের দৃষ্টিতে দেখেছিল; এসব আক্রমণকে ধ্বংস করে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের প্রতি সহস্র সহস্র শান্তি বর্ষিত হোক, একে প্রাঞ্জল সত্যায়ন এবং সমর্থন দ্বারা সত্য-সন্ধানীদের সামনে সুস্পষ্ট করে দেখায়। আর এই রহস্য সম্পর্কেই আজ থেকে ১৭ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় (উদ্ধৃত) একটি এলহাম হয়েছিল। খোদা তা'লার সেই এলহাম লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছাপিয়ে (প্রকাশ) করা হয়েছে। আর তা হলো,

بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔ (উচ্চারণ: **বাখুরাম কেহ্ ওয়াক্তে তু নযদীক রসীদ ও পায়ে মুহাম্মদীয়াঁ বর মিনারে বুলন্দ তর মুহকম উফতাদ**)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং এর যে ব্যাখ্যাগত অনুবাদ করেছেন তা হলো, এখন প্রকাশিত হও এবং বের হও কেননা তোমার সময় সন্নিকটে আর সেই সময় আসন্ন যখন মুহাম্মদী (অর্থাৎ মুসলামানদেকে) গর্ত থেকে উদ্ধার করা হবে। এবং এক সুউচ্চ এবং সুদৃঢ় মিনারের ওপর তার পা পড়বে। পুনরায় বলেন,

মহাপবিত্র মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) নবীদের নেতা। আল্লাহ্ তোমার সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করবেন এবং তোমার সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্র সেনাদল এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। এই নিদর্শনের দাবি হলো, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার মুখনিসৃত বাণী। আর ভালোভাবে লক্ষ্য করো, আমার নিদর্শন দ্বারা কি দাবি করা হয়েছে। (এটি এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা তাকে বলছেন)। তিনি (আ.) বলেন, এখনই আমি বর্ণনা করেছি যে, মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানের যুগে নতুন নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তওরাতকে সত্যয়ন করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন। আর একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যাতে নিত্য-নতুন নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের সত্যতা উদাসীন লোকদের সম্মুক্ষে উপস্থাপন করা হয়। আর এদিকেই ঐশী এলহামে ইঙ্গিত রয়েছে যে, **پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد** (উচ্চারণ: পায়ে মুহাম্মদীয়া বর মিনার বুলন্দতর মুহাকেম উফতাদ।) আর একই ইঙ্গিত বারাহীনে আহমদীয়ার অন্য এলহামে রয়েছে যে,

الرحمن علم القران۔ لتنذر قوما ما انذر اٰبآ ھم ولتستبین سبیل المجرمین۔ قل انی امرت و انا اول المؤمنین۔ (উচ্চারণ: আর রহমান, আল্লামাল কুরআন, লে তুনযিরা কওমাম মা উনযিরা আবাউহুম ওয়ালি তাসতাবিনা সাবিলাল মুজরিমিন। কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মু'মিনীন)।

অর্থাৎ, **পরম অনুগ্রহশীল খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন, যাতে তুমি সেসব মানুষকে সতর্ক করো যাদের পূর্বপুরুষকে সতর্ক করা হয়নি। এবং যাতে অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়।** অপরাধীদের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, অপরাধীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্র অকাট্য প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, **আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট আর আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী।**

তিনি বলেন, কেউ যদি বলে, হযরত ঈসা আল্লাহ্র নবী হিসেবে তওরাতের সত্যয়ন করতে এসেছিলেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আপনার সাক্ষ্যের কী মূল্য রয়েছে? তিনি তো আল্লাহ্র নবী ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা নবী বানিয়ে তওরাতের সত্যয়নের জন্য পাঠিয়েছিলেন, আপনি কীভাবে ও কোন্ যোগ্যতায় কুরআনের সাক্ষ্য দিতে এসেছেন? তিনি (আ.) বলেন, এই স্থানেও নতুন করে সত্যায়নের জন্য একজন নবীর প্রয়োজন ছিল। লোকেরা বলে, সাক্ষ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো নতুন করে সত্যায়নের জন্য একজন নবীর প্রয়োজন ছিল। এই লোকেরা বলে। তাহলে এর উত্তর হলো, ইসলামে সেই নবুয়্যতের দরজা বন্ধ যা নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ স্বাধীন ও শরীয়তধারী নবুয়্যত।

তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ আর হাদিসেও আছে, لَا نَبِيَّ بَعْدِیْ। এতো সবের পরও সুনিশ্চিত কুরআনী আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু

প্রমাণিত, তাই তার পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার প্রত্যাশা করা বৃথা আশামাত্র। [কুরআনও বলছে, হাদীসও বলছে আর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু হয়েগেছে– এটিও প্রমানিত হয়ে গেছে, তাই এটি আশা করা পুরোপুরি ভুল যে, ঈসা (আ.) আবার আসবেন] তিনি (আ.) বলেন, নতুন বা পুরাতন অন্য কোনো নবী যদি আসেন তাহলে আমাদের নবী (সা.) কীভাবে খাতামুল আম্বিয়া থাকবেন? অর্থাৎ যদি তাঁর খতমে নবুয়্যতের বাইরে আসে। হ্যাঁ, ওহী-এলহাম ও ঐশী বাক্যালাপের দ্বার রুদ্ধ নয়, এক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য কেবল এটি হবে যে, নতুন বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ধর্মের সত্যতা নিশ্চিত করা এবং সত্য ধর্মের সাক্ষ্য দেওয়া। অতএব যে নিদর্শন খোদা তা'লার নিদর্শন তা নবীর মাধ্যমে প্রকাশিত হোক বা ওলীর মাধ্যমে সেগুলো সব একই মর্যাদার, কেননা প্রেরক একজনই। এমন মনে করা নিতান্তই অজ্ঞতা ও মূর্খতা আল্লাহ্ তা'লা যদি নবীর হাত দ্বারা এবং নবীর মাধ্যমে স্বর্গীয় সাহায্য করেন তবে তা শক্তি ও প্রতাপের দিক থেকে প্রবল কিন্তু যদি ওলীর মাধ্যমে সেই সাহায্য হয় তাহলে তা শক্তি ও প্রতাপের দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। বরং ইসলামের সমর্থন কোনো কোনো এমন নির্দশন প্রদর্শিত হয় যখন কোনো নবীও থাকেন না আর কোনো ওলীও থাকেন না। যেভাবে হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, এটি তো সর্বজ বিদিত। এটি হলো সেই কথার উত্তর যে, তোমরা তো বলে থাক, নবী নেই তাই এটি হতে পারে না, নবী না থাকলেও ওলীর মাধ্যমে হতে পারে, এতটুকু মেনে নিন। ওলীও যদি না থাকেন তবুও আল্লাহ্ নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন যেভাবে হস্তি বাহিনীকে নির্দশন দেখিছেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি তো সর্বজন বিদিত যে, ওলীর কারামত বা নির্দশন আসলে অনুসৃত নবীরই মো'জেযা। অর্থাৎ তিনি যে নবীর অনুসরণ করছেন এটি তারই মো'জেযা। যখন কারামতও মো'জেযা সাব্যস্ত হলো তখন বিভিন্ন মো'জেযার মাঝে পার্থক্য করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়। এছাড়াও সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মুহাদ্দাসরাও নবী ও রসূলদের মতো আল্লাহর প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এটিও দলিল যে, যিনি মুহাদ্দাস তিনিও নবী ও রসূলদের অন্তর্ভূক্ত। বুখারী শরীফে রয়েছে, ওয়া মা আরসালনা মির্ রসূলিন ওয়ালা নবীয়্যিন ওয়ালা মুহাদ্দাসিন-এর কিরাত গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। একই সাথে অন্য হাদীসে আছে, **علماء أمتی کأنبیاء بنی اسرائیل**। তিনি (আ.) বলেন, সূফীরাও তাদের কাশফ বা সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে এ হাদীসটি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সঠিকত্ব যাচাই করিয়ে নিয়েছেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে এর সত্যায়ন করিয়েছেন। এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলিম শরীফে প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে 'নবী' শব্দটিও এসেছে। এটিও মনে রাখুন, আপনারা বলে থাকেন (তিনি) নবী নন। প্রথমে একটি ওলীর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আর অন্যটি হলো প্রতিশ্রুত মসীহর জন্য 'নবী' শব্দটি হাদীসে এসেছে। অর্থাৎ রূপকভাবে এবং পরিভাষাগতভাবে এসেছে। এজন্যই বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকেও আল্লাহ্ তা'লা পক্ষ থেকে এ ধরনের শব্দমালা আমার জন্য রয়েছে। এই এলহাম রয়েছে যে, **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى**। এখানে রসূল বলতে এ অধমকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)। আর এরপর বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে **জারিউল্লাহ্ ফী হুলালিল আম্বিয়া** এ এলহামটি দেখুন। এর অর্থ হলো, নবীদের পোশাকে খোদার রসূল। তোমরা বলে থাক, নবী নই। অথচ হাদীসেও আসছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও বলছেন, আমি নবী। এই এলহামে আমার নাম রসূলও রাখা হয়েছে আবার নবীও। অতএব স্বয়ং আল্লাহ্ যে ব্যক্তি এই নাম দিয়েছেন তাকে সাধারণ জ্ঞান করা চরম পর্যায়ের ঔদ্ধত্য আর আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শনের

সাক্ষ্য কোনোভাবেই দুর্বল হতে পারে না তা নবীর মাধ্যমে হোক বা মুহাদ্দাসের মাধ্যমে। প্রকৃত বিষয় হলো, স্বয়ং আমাদের নবী (সা.)-এর নবুয়্যত ও তাঁর কল্যাণ একটি প্রকাশস্থল সৃষ্টি করে নিজেই নিজের সাক্ষ্য দেওয়ায় আর ওলী নাম কামান ফ্রিতে। আসলে যেসব নির্দশন প্রকাশিত হচ্ছে তা তো প্রকাশিত হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর সত্যতার। ওলীর নাম বা অন্য যারই নাম মাঝে আসছে, অর্থাৎ যার মাধ্যমে (নিদর্শন প্রকাশিত) হচ্ছে তার নাম ফ্রিতে এসে যাচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ওলী যে সত্যায়নকারী সে তাঁর কাছ থেকে সৌন্দর্য লাভ করে কিন্তু তিনি (সা.) তার থেকে সৌন্দর্য প্রাপ্ত হন না।

নিজ দাবি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "যখন খোদা তা'লা যুগের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং পৃথিবীকে নানা ধরণের পাপ, অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ দেখতে পেয়ে আমাকে সত্যের প্রচার ও সংশোধনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। এছাড়া এ যুগও এমন (অবস্থায়) ছিল যখন এই পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী পার করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি সেই নির্দেশ পালনের জন্য সাধারণ মানুষকে লিখিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাতে আরম্ভ করি যে, এই শতাব্দীর শিরোভাগে ধর্মের সংস্কারের জন্য খোদার পক্ষ থেকে যার আসার কথা ছিল আমিই সে ব্যক্তি। যাতে সেই ঈমান যা পৃথিবী থেকে উঠে গেছে তা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করি এবং খোদার কাছ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁরই হাতের আকর্ষণে জগদ্বাসীকে সংশোধন, তাকওয়া ও সততার দিকে আকৃষ্ট করি আর তাদের বিশ্বাস ও কর্মের ভুলত্রুটি দূর করি। এরপর এ অবস্থায় কয়েক বছর পার হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লার ওহী আমার নিকট স্পষ্ট করা হয় যে, সেই মসীহ্ যে সূচনালগ্ন থেকেই এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত ছিল আর সেই শেষ মাহদী যে ইসলামের অধঃপতনের সময় এবং পথভ্রষ্টতার বিস্তৃতির যুগে সরাসরি খোদা থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত আর সেই স্বর্গীয় খাদ্যকে নবরূপে মানুষের সামনে উপস্থাপনকারী যে ঐশী নিয়তির অধীনে নির্ধারিত ছিল যার (আগমনের) সুসংবাদ আজ থেকে তেরশ বছর পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দিয়েছিলেন, আমিই সে ব্যক্তি। এছাড়া এ সম্পর্কে ঐশী বাক্যালাপ এবং রহমান খোদার বার্তা এমন স্পষ্ট ও অধিকহারে হয়েছে যে, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অবতীর্ণ প্রতিটি ওহী একটি লৌহ পেরেকের ন্যায় হৃদয়ে গেঁথে যেত আর এ সব ঐশী বাক্যালাপ এমন সব মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ ছিল যে, সেগুলো দেদীপ্যমান সূর্যের ন্যায় পূর্ণ হতো।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, এমন সময়ে এবং এমন যুগে যখন খোদাকে শনাক্ত করার রশ্মি কমতে কমতে পরিশেষে সহস্র সহস্র প্রবৃত্তিগত অমানিশা পর্দায় ঢাকা পড়ে যায়, বরং অধিকাংশ লোক নাস্তিকের ন্যায় হয়ে যায় এবং পৃথিবী পাপ, উদাসীনতা ও ঔদ্ধত্যতায় পূর্ণ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় খোদা তা'লার আত্মাভিমান, প্রতাপ ও মর্যাদা নিজ সত্তাকে মানুষের কাছে পুনরায় প্রকাশ করতে চায়। সুতরাং যেভাবে আদিকাল থেকে তাঁর সুন্নত রয়েছে (সে অনুসারে) আমাদের এই যুগ তেমনই সব অবস্থা ও লক্ষণ নিজের মাঝে ধারণ করে। (এমন অবস্থায়) খোদা তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে সেই ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আবির্ভূত করেছেন। এছাড়া তাঁর সাহায্য, সমর্থন ও অনুগ্রহে আমার দ্বারা ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী দোয়াসমূহ গৃহীত হয় আর অদৃশ্যের সংবাদ জানানো হয় এবং কুরআনের গুপ্ত সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করা হয় আর শরীয়তের বিভিন্ন জটিল ও কঠিন বিষয়ের সমাধান করা হয়। এছাড়া আমি সেই মহা

সম্মানিত ও মহা পরাক্রমশালী খোদার শপথ যিনি মিথ্যার শত্রু এবং মিথ্যাবাদীকে ধ্বংসকারী, আমি তাঁর পক্ষ প্রেরিত এবং তাঁর প্রেরণের ফলে সঠিক সময় এসেছি আর তাঁর আদেশেই দন্ডায়মান হয়েছি এবং তিনি আমার প্রতিটি পদক্ষেপে আমার সাথে রয়েছেন আর তিনি আমাকে বিনষ্ট করবেন না এবং আমার জামা'তকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না যতক্ষণ না তিনি তাঁর সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন যার ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেছেন। তিনি আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে (ঐশী) নূরের পূর্ণতার জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন আর তিনি আমার সত্যায়নের জন্য রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ঘটিয়েছেন এবং পৃথিবীতে অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শনা প্রদর্শন করেছেন যা সত্যান্বেষীদের জন্য যথেষ্ট ছিল আর এভাবে তিনি তাঁর অকাট্য দলিলপ্রমাণ পূর্ণ করেছেন।

অ–আহমদীদের পক্ষ থেকে আপত্তি হয়ে থাকে (সে প্রসঙ্গে) তিনি (আ.) আরো বলেন, তাদের এ প্রশ্ন করা অধিকার রয়েছে যে, কীভাবে আমরা (আপনার) প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবি মেনে নিব। আপনার এ দাবি কীভাবে মেনে নিব আর কী প্রমাণ রয়েছে যে, আপনি–ই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্? ঠিক আছে যে, যুগের পরিচায়ক পরিস্থিতিও তেমনই, সবকিছুই রয়েছে আর বিভিন্ন নিদর্শনও প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এটি কীভাবে বুঝবো যে, আপনি–ই সেই মসীহ্ মওউদ? তিনি (আ.) বলেন, এর উত্তর হলো, যে যুগ, যে দেশ ও যে শহরে মসীহ্ মওউদের আবির্ভাব হওয়া কুরআন ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আর যেসব বিশেষ কর্মকান্ডকে মসীহর সত্তার জন্য চূড়ান্ত কারণ ধরা হয়েছে এবং যেসব স্বর্গীয় ও পার্থিব বিপদাপদকে মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে আর যেসব জ্ঞান ও গূঢ়তত্ত্বকে প্রতিশ্রুত মসীহর বিশেষত্ব আখ্যা দেয়া হয়েছে সেই সমস্ত বিষয় আল্লাহ্ তা'লা আমাতে, আমার যুগে এবং আমার দেশে একত্রিত করে দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনাও ঘটছে, রোগবালাইও আসছে, ভূমিকম্পও সংঘটিত হচ্ছে, ঐশী নিদর্শনাবলীও পূর্ণ হচ্ছে এবং আমার দাবিও বিদ্যমান রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমার দ্বারা নিদর্শনও দেখাচ্ছেন। অতএব তোমরা কীভাবে বল যে, আমি (সেই মসীহ্) নই? এগুলোই তো দলিল। সে সমস্ত বিষয়া আল্লাহ্ তা'লা আমার মাঝে, আমার যুগে এবং আমার দেশে একত্রিত করে দিয়েছেন আর অধিকতর স্বস্তির জন্য আমাকে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেছেন, ঐশী সাহায্যের মধ্যে পুচ্ছ বিশিষ্ট তারকা, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ, প্লেগ ছড়িয়ে পড়, ভুমিকম্প হওয়া ইত্যাদি অনেক বিষয় রয়েছে। জামা'তের বিভিন্ন উন্নতির পূর্বেই অবগত হওয়া, নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) অনেকগুলো বিষয় বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি (আ.) অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেছেন, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। দু–একটি বিষয় বর্ণনা করছি। তিনি (আ.) বলেন, একটি মহান নিদর্শন হলো, আজ থেকে ২৩ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়াতে এই এলহাম রয়েছে যে, মানুষ এই জামা'তকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। (এখনও তারা চেষ্টা করছে। ১৩২ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে)। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সব তারা ধরণের ষড়যন্ত্র করবে কিন্তু আমি এই জামা'তকে বৃদ্ধি করব এবং পরিপূর্ণতা দান করব আর তা এক বাহিনীতে পরিণত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য থাকবে আর আমি তোমার নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি দিব। এছাড়া দলে দলে মানুষ দূর থেকে আসবে, সবদিক থেকে আর্থিক সাহায্য আসবে, বাড়িঘর প্রশস্ত করো– এসব প্রস্তুতি আকাশে নেয়া হচ্ছে।

এখন লক্ষ্য করো, কোন্ যুগের এই ভবিষ্যদ্বাণী যা আজ পূর্ণ হয়েছে! এগুলো খোদা তা'লার নিদর্শনা যা চক্ষুস্মান লোকেরা দেখছে কিন্তু যারা অন্ধ তাদের কাছে এখনও কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি।

যেভাবে আমি বলেছি, এগুলোর অনেক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে আরো কিছু নিদর্শন বর্ণনা করে দিচ্ছি। জ্ঞান বিষয়ক নিদর্শনাবলী এবং সাহায্য ও সমর্থন সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, একবার এক হিন্দু ভদ্রলোক কাদিয়ানে আমার কাছে আসে যার নাম স্মরণ নেই। এরপর তিনি লিখেন, মনে পড়েছে, তার নাম স্বামী শোগান চন্দ্র ছিল। তিনি বলেন, আমি একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন করতে চাই আর এ সম্মেলনের নামকরণ করা হয়েছে 'ধরম মাহোৎসব', অর্থাৎ ধর্মসমূহের মহা সম্মেলন। একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন করতে চাই। আপনিও আপনার ধর্মের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে লিখুন যাতে উক্ত সম্মেলনে পাঠ করা যায়। আমি অপারগতা প্রকাশ করি, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দাবির সাথে বলেন, আপনি অবশ্যই লিখুন। আমি যেহেতু জানি, আমি আমার নিজস্ব ক্ষমতায় কিছুই করতে পারবো না বরং বলতে গেলে আমার মাঝে কোন শক্তিই নেই। আল্লাহ না বলালে আমি বলতে পারি না আর আল্লাহ না দেখালে আমি কিছুই দেখতে পারি না তাই আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমার মাঝে এমন কোন প্রবন্ধ ইলকা করে দেন যা এ সমাবেশের সব বক্তৃতার ওপর জয়যুক্ত হয়। আমি দোয়া করার পর দেখি, আমার মাঝে এক বিশেষ শক্তি ফুৎকার করা হয়েছে। আমি সেই ঐশী শক্তির এক ক্রিয়া নিজের মাঝে অনুভব করি এবং আমার বন্ধুবর্গ যারা সেসময় উপস্থিত ছিলেন তারা জানেন, আমি এই প্রবন্ধের কোন রাফ কপি লিখি নি আমি যা কিছু লিখেছি কলম ধরে একাধারে লিখে গিয়েছি আর এমন জলদি ও দ্রুত লিখছিলাম যে, অনুলিপি প্রস্তুত কারীদের জন্য এতদ্রুত অনুলিপি করা দুষ্কর হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন প্রবন্ধ লিখে শেখ করেছি তখন আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম হয়, প্রবন্ধ চমৎকার হয়েছে/শ্রেষ্ঠ হয়েছে। সারকথা হলো, সেই সমাবেশে যখন এই প্রবন্ধ পাঠ করা হয়, এ প্রবন্ধ পাঠের সময় শ্রোতাদের ওপর এক মন্ত্রমুগ্ধকর অবস্থা ছেয়ে যায় আর সব দিক থেকে প্রসংশা ধ্বনী গুঞ্জরিত হতে থাকে এমনকি উক্ত সমাবেশের সভাপতি এক হিন্দু ভদ্রলোক যার সভাপতিত্বে এই জলসা পরিচালিত হচ্ছিল তার মুখ থেকেও অবলিলায় বেরিয়ে পড়ে যে, এ প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ/সকল প্রবন্ধের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে। লাহোর থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট-ও সাক্ষীস্বরূপ লিখেছে, এই প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ হয়েছে/জয়যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও সম্ভবত প্রায় বিশটি উর্দূ পত্রিকাও রয়েছে যারা একই সাক্ষী দিয়েছে। কতিপয় বিদ্বেষপরায় লোক ব্যতিক্রম ছাড়া, সকল ভাষায় অভিব্যক্তি এটিই ছিল যে, এই প্রবন্ধই জয়যুক্ত হয়েছে আর আজো শত শত মানুষ বিদ্যমান আছেন যারা একই সাক্ষী দিচ্ছেন। বরং আজও অর্থাৎ বর্তমান যুগেও লোকেরা এ পুস্তক অর্থাৎ ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক পাঠ করে আহমদীয়াত কবুল করছেন। মোটকথা, সব দলের সাক্ষ্য উপরন্তু ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সাক্ষ্য অনুযায়ী আমার 'প্রবন্ধ জয়যুক্ত হয়েছে' ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাদুকরদের সাথে মুসা নবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতই ছিল কেননা, এই সমাবেশে বিভিন্ন মতবাদের লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা শুনিয়েছিল এদের কতক খ্রিস্টান ছিল কতক সনাতন ধর্মের হিন্দু কতক ছিল আর্য সমাজী হিন্দু এছাড়াও কিছু ছিল ব্রাহ্মণ, কিছু শিখ এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদী কিছু মুসলমানও ছিল। এদের প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠির ধারণাপ্রসূত/কল্পিত সাপ উপস্থাপন

করেছিল কিন্তু খোদা যখন আমার হাতে ইসলামী উন্নত শিক্ষার লাঠি এক পবিত্র ও তত্ত্বসমৃদ্ধ বক্তৃতা আকারে তাদের সামনে নিক্ষেপ করেছেন তখন এটি অজগরে রূপ নিয়ে সবকিছুকে গিলে ফেলে আর আজঅব্দি মানুষ আমার এই বক্তৃতার প্রশংসার সাথে চর্চা করে যা আমার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। ফালহামদু লিল্লাহ আলা যালিক।

এরপর তিনি (আ.) আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এটি ঐশী নিদর্শন যার উল্লেখ বারাহীনে আহমদীয়াতে করা হয়েছে আর সেটি হলো,

ইয়া আহমাদু ফাযাতির রাহমাতু আলা শাফাতাইক। হে আহমদ বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার ঝর্ণাধারা তোমার ঠোটে জারি করা হয়েছে। অনন্তর এর সত্যায়ন অনেক বছর ধরে অব্যহত আছে। আরবী ভাষায় অনেক উচ্চাঙ্গীন পুস্তক রচনা করে হাজার হাজার রুপির পুরস্কার ঘোষণা করে মুসলমান ও খ্রিস্টান আলেমদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে কিন্তু কেউ মাথা উঠায় নি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কেউ আসে নি। এটি কি খোদার নিদর্শন নাকি মানুষের প্রলাপ। মানুষ তো বিভিন্ন কথা বলে আজও বলছে কিন্তু সেসময় তো কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেনি।

এরপর দোয়ার কবুলিয়তের নিদর্শন হিসাবে দোয়া কবুলিয়তের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। অসংখ্য ঘটনা আছে তন্মধ্যে আমি একটি উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন, সম্প্রতি যেসব নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে তা হলো দোয়া কবুলিয়তের একটি নিদর্শন আর এটি মূলত মৃতকে জীবিত করার নামান্তর। এই ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ হলো, দক্ষিণ হায়দারাবাদ নিবাসী আব্দুর রহমান সাহেবের পুত্র আব্দুল করীম আমাদের স্কুলে পড়তে আসে। সে স্কুলের এক শিক্ষার্থী ঘটনা চক্রে তাকে একটি পাগলা কুকুর কামড়ে দেয়। পাগল কুকুর তাকে কামড় দেয়। তার উন্নত চিকিৎসার জন্য কসূলি পাঠিয়ে দিই। কিছুদিন কসূলিতে তার চিকিৎসা হয় এরপর সে কাদিয়ান ফিরে আসে। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার মাঝে উন্মাদনার উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। পাগল কুকুর কামড়ালে যেসব উপসর্গ (জলাতঙ্ক) দেখা দেয় তা পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে। পানিকে ভয় পেতে থাকে আর ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন এই দূর দেশ থেকে আগত অসহায় বেচারার জন্য আমার হৃদয় খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সদেশ থেকে অনেক দূরে এসেছিল অসহায় গরীব মানুষ। আমার হৃদয় তার জন্য খুবই অস্থির হয়ে যায় এবং দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। সবাই ভেবেছিল, এই অসহায় ছেলে কয়েক ঘন্টা পরই মারা যাবে। নিরুপায় হয়ে তাকে বোর্ডিং থেকে বের করে পৃথক একটি ঘরে সব ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করে অন্যদের থেকে পৃথক রাখা হয়। আর এদিকে কসূলির ইংরেজ ডাক্তারদের কাছে বার্তা পাঠানো হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় যে, এমন পরিস্থিতিতে তার কি কোন চিকিৎসা আছে? তাদের পক্ষ থেকে টেলিগ্রামে উত্তর আসে, এখন তার কোন চিকিৎসাই সম্ভব নয় কিন্তু এই অসহায় সদেশ হারা ছেলের জন্য আমার হৃদয়ে একান্ত মনোযোগ/আবেগ সৃষ্টি হয় আর আমার বন্ধুবর্গও তার জন্য দোয়া করতে জোর করে কেননা তার এমন অসহায়ত্বের অবস্থায় এই ছেলে দয়ার পাত্র ছিল এছাড়া মনে এ শঙ্কারও উদ্রেক হয়েছে যে, সে যদি মারা যায় তাহলে নোংরাভাবে তার মৃত্যু শত্রুদের উল্লাসের উপকরণে পরিণত হবে। শত্রু তথা যারা বিরুদ্ধবাদী রয়েছে তারা হৈচৈ করে বলবে যে, দোয়া কবুলিয়্যতের খুব তো দাবী করে! তখন আমার মন তার প্রতি খুবই উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর অস্বাভাবিক মনোযোগ সৃষ্টি হয় যা নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় না বরং এটি কেবল খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়। আর দোয়ার এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি হয়ে যায়

তাহলে এমন দোয়া খোদা তা'লার ইচ্ছায় সেসব প্রভাব প্রকাশিত করতে থাকে যা মৃতকে জীবিত করার উপক্রম করে। দোয়ার এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়। মোটকথা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রহণীয়তার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং যখন দোয়ার একাগ্রতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে যায় আর আন্তরিক ব্যাথা আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে ছেয়ে ফেলে অর্থাৎ দোয়ার এমনই অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, আবেগে পূর্ণ আপ্লুত হয়ে যায় তখন এই রুগির মাঝে যে বলতে গেলে মৃতই ছিল দোয়ার একাগ্রতার প্রভাব প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। যেখানে সে হয় পানিকে ভয় পেত এবং আলো থেকে পালাতো, হঠাৎই তার শারিরিক অবস্থা সুস্থতার দিকে মোড় নেয় এমনকি সে বলে এখন আমার আর পানি দেখে ভয় হচ্ছে না। তখন তাকে পানি দেয়া হয় আর সে কোনরূপ ভীতি ছাড়াই পানি পান করে নেয় এমনকি পানি নিয়ে ওজু করে নামাযও আদায় করে এবং সারা রাত ঘুমায় এবং তার মাঝে যে ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক অবস্থা ছিল তা দূর হতে থাকে এমনকি কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমার মনে তাৎক্ষণিকভাবে ইলকা করা হয় যে, তার মাঝে যে জলাতঙ্কের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা তাকে ধ্বংস করার জন্য ছিল না বরং এই উন্মাদনা বা জলাতঙ্ক খোদা তালার নিদর্শন প্রকাশের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, পৃথিবীতে আমরা এমন দৃষ্টান্ত কখনো দেখিনি যে, এমন অবস্থায় যখন কাউকে পাগলা কুকুর কামড়ে দেয় আর তার মাঝে জলাতঙ্গের উপসর্গ দেখা দেয়- এমন অবস্থা থেকে কেউ প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। আর এ বিষয়ে এরচেয়ে বড় আর কী প্রমাণ হতে পারে যে, সরকারের পক্ষ থেকে কসূলিতে নিযুক্ত জলাতঙ্ক রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের টেলিগ্রামের উত্তরে স্পষ্ট লিখে দেয় যে, এখন তার কোন চিকিৎসা সম্ভব নয়।

এরপর ডুই-এর নিদর্শনের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

সেই ডক্টর ডুই যে আমেরিকা ও ইউরোপের দৃষ্টিতে বাদশাহ্‌র ন্যায় শান শওকত বা মর্যাদা রাখতো তাকে খোদা আমার মোবাহালা এবং দোয়ায় ধ্বংস করেছে এবং এক বিশ্বকে আমার দিকে আকৃষ্ট করেছে। আর সেই ঘটনা বিশ্বের সনামধন্য সকল পত্রিকায় কভারেজ পেয়ে এক আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে সকল শ্রেণির লোকদের মাঝে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

আরো একটি নিদর্শনের বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন: **মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসূরী স্বপ্রনোদিত হয়ে আমার সাথে মোবাহালা করে এবং নিজ কিতাবে** (এই) **দোয়া** (লিপিবদ্ধ) **করে, 'যে মিথ্যাবাদী, খোদা তাকে যেন ধ্বংস করেন।'** (একপক্ষীয় মোবাহেলা ছিল। সেই মৌলভী) **দোয়া করার কয়েক দিনের মাথায় ধ্বংস হয়।** (বিরোধী মৌলভীদের জন্য এটি এত বড়মাপের নিদর্শন ছিল- হায়! তারা যদি বুঝতো।)

এরপর আরো একটি নিদর্শনের বিষয়ে [তিনি (আ.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য কীভাবে তাঁর (আ.) সপক্ষে ছিল,] তিনি (আ.) বলেন: **"প্রত্যেক ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসূরীর পুস্তক দেখে বুঝতে পারবে যে, কীভাবে সে স্বপ্রনোদিত হয়ে আমার সাথে মোবাহালা করে আর নিজ কিতাব 'ফেয়যে রাহমানী'তে তা প্রকাশ করে।** (ঐ মৌলভীরই উল্লেখ করা হচ্ছে যার বিষয়ে একটু আগে বলা হল।) **আর তার কিতাব 'ফেয়যে রাহমানী'তে তা প্রকাশ করে দেয়। আর সেই মোবাহালার কয়েক দিনের মাথায় সে মারা যায় আর কীভাবে 'চেরাগ দ্বীন' জম্মু নিজে নিজে মোবাহালা করে আর লেখে যে,**

আমাদের মাঝ থেকে যে মিথ্যাবাদী তাকে খোদা তা'লা ধ্বংস করবেন আর এর কয়েক দিনের মাথায় প্লেগে নিজ দুই পুত্রসহ ধ্বংস হয়। (এই ব্যক্তি মূলত জম্মুর অপর মৌলভী ছিল)

এরপর তিনি (আ.) বলেন: **"আমার ওপর আমার জাতি যে বিভিন্ন আপত্তি করে থাকে, আমি তাদের আপত্তির কোনো ভ্রুক্ষেপ করি না আর আমি যদি তাদেরকে ভয় পেয়ে সত্যের পথ পরিত্যাগ করি তবে তা ভীষণ বে-ঈমানি হবে আর স্বয়ং তাদের ভাবা উচিত যে, এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে অন্তঃদৃষ্টি দান করেছেন এবং তিনি তাকে পথ দেখিয়েছেন আর তাকে নিজের সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য দিয়েছেন এবং তার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন দেখিয়েছেন, কীভাবে এক বিরোধীর ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে কিছু একটা মনে করে সেই সত্যতার সূর্য থেকে বিমূখ হতে পারে?** [(মানুষের কথায় প্রভাবিত হয়ে আমি তো সত্য পরিত্যাগ করতে পারি না) তিনি (আ.)] বলেন, **"আর আমার এ বিষয়টিরও কোনো পরোয়া নেই যে, অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক বিরোধীরা আমার দোষ খুঁজতে ব্যস্ত- এর দ্বারাও আমার অলৌকিকতা প্রমাণিত হয়।** [(যদি তারা আমার ছিদ্রান্বেষণও করে তবুও এতে আমার অলৌকিকত্বই প্রমাণ হয়। এর কারণ হলো, কীভাবে প্রমাণ হয়,)] **যদি আমি প্রত্যেক ধরনের দোষত্রুটি নিজের মাঝে লালন করি,** [তারা বলে যে, (এই ব্যক্তির মাঝে ওমুক-ওমুক আর ওমুক দোষ আছে।)] যদি প্রত্যেক ধরনের দোষ আমি আমার মাঝে লালন করি **আর তাদের ভাষায় বা তাদের দৃষ্টিতে আমি অঙ্গিকার ভঙ্গকারী এবং মিথ্যাবাদী আর দাজ্জাল, মিথ্যা রটনাকারী, বিশ্বাসঘাতক, হারাম ভক্ষণকারী এবং জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী, নৈরাজ্যবাদী, কপট ও পাপী এবং খোদার বিষয়ে প্রায় তেইশ বছর ধরে আমি মিথ্যা রটনা করে চলেছি এবং নেক ও পুণ্যবানদের গালমন্দকারী আর আমার আত্মার মাঝে অনিষ্ট এবং মন্দ আর অপকর্ম এবং আত্মপূজন ছাড়া আর কিছুই নেই আর আমি জগতকে ঠকানোর জন্য এই দোকান বানিয়েছি। আর নাউযুবিল্লাহ্ তাদের ভাষায় আমার খোদার প্রতি আমার ঈমানও নেই আর জগতের এমন কোনো দোষ নেই যা আমার মাঝে নেই, আমার মাঝে জগতের সকল দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আর প্রত্যেক প্রকার যুলুমে আমার আত্মার পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও আর আমি অন্যায়ভাবে অনেকের ধনসম্পদ ভক্ষণ করা সত্ত্বেও** (এরা তো বলে থাকে যে এই ব্যক্তি মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করেছে) **আর অনেককে যারা ফিরিশ্তার ন্যায় পবিত্র ছিল তাদেরকে গালি দিয়েছি** (পবিত্র লোকদের আমি গালি দিয়েছি) **আর সব ধরনের মন্দকর্ম এবং ঠকবাজিতে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছি তাহলে এর মাঝে এমন কী রহস্য আছে যে, মন্দ ও মন্দকর্মকারী, বিশ্বাসঘাতক এবং মিথ্যাবাদী তো ছিলাম আমি কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রত্যেক ফেরেশতা স্বভাবের লোকেরা যখন এসেছে তখন তারাই মারা গেছে!!** (যে-ই মোবাহেলা করেছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে।)

যে-ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছে সেই বদদোয়া তার নিজের ওপরই আপতিত হয়েছে। যে-ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আদালতে উপস্থাপন করেছে সে-ই তাতে পরাস্থ হয়েছে। [(আমি তো সকল মন্দ বিশেষণে বিশেষায়িত ও সমস্ত খারাপ বিষয়াদি তো আমার মাঝে রয়েছে কিন্তু যে-ই আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাকেই আল্লাহ্ তা'লা বিনাশ করে দেন আর আমাকে সফলতা প্রদান করেন। আমার বিরুদ্ধে কত অদ্ভুতসব অভিযোগ আরোপ করা হয়)। তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, এ পুস্তকেই অর্থাৎ হাকীকাতুল ওহীতে তিনি (আ.) বর্ণনা করছেন, এ সকল কথার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে। এ পুস্তকেই তিনি (আ.) অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। কেউ যদি পড়ে তবে অগণিত বিষয়

ও নিদর্শন তার দৃষ্টিগোচর হবে।)] তিনি (আ.) বলেন, **এমনসব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় আমারই তো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল ও আমার ওপরই বজ্রপাত হওয়ার ছিল**। [(প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী আমার মাঝেই যদি সব মন্দবিষয় থেকে থাকে তাহলে আমারই তো ধ্বংস হওয়ার ছিল, আমার ওপরই বজ্রপাত হওয়ার ছিল, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারো দণ্ডায়মান হওয়ার প্রয়োজনই ছিল না। এক্ষেত্রে আমার ওপর বজ্রপাত হত বরং কারো আমার বিপরীতে দণ্ডায়মান হবার প্রয়োজনই হত না। আমি সত্যিই যদিএমন (খারাপ হতাম) তাহলে আমার বিপরীতে কারো দণ্ডায়মান হওয়ার প্রয়োজনই ছিল না কেননা অপরাধী ব্যক্তির শত্রু তো স্বয়ং খোদা তা'লা হয়ে থাকেন। আমি এমন পাপাচারী হলে স্বয়ং আল্লাহ্-ই আমার শত্রু হয়ে যেতেন। আল্লাহ্ তো জগতে বিশৃঙ্খলা চান না। এতএব তিনি (আ.)] বলেন, **আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে, একটু ভেবে দেখো, এই বিপরীত চিত্র কেন দেখা গেল? আমার বিপরীতে কেন পুণ্যবানরা মারা গেল** (তারা প্রকৃতপক্ষে নামসর্বস্ব পুণ্যবান ছিল) **আর প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খোদা তা'লা আমাকে রক্ষা করেছেন। এর দ্বারা আমার অলৌকিকত্ব কি প্রতীয়মান হয় না?** (তোমরা আমার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি করছ, তার মোকাবেলায় এগুলো তো আমার অলৌকিকত্ব আর এর দ্বারাই আমার সত্যতা সাব্যস্ত হয়। অতএব এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত অর্থাৎ আমার ওপর যেসব মন্দ বিষয় আরোপ করা হয় সেগুলোও আমার অলৌকিকত্ব প্রমাণ করে।

মোটকথা এই কয়েকটি উপমা এবং (কয়েকটি) বিষয় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি থেকে বর্ণনা করেছি। হায়! বিরোধীরা যদি তাঁর বই-পুস্তক পাঠ করতো, তাঁর সাথে খোদা তা'লার সাহায্য-সমর্থনের নিদর্শনগুলো দেখতো যা কেবল কয়েক পৃষ্ঠার নয় বরং আমি একটু আগেও বলেছি যে, তা কয়েকটি কিতাবে সন্নিবেশিত, যুগের চাহিদাও লক্ষ্য করুন বরং যুগের চাহিদা অনুযায়ী আপত্তিকারী ওলামারা এ বিষয়টি স্বীকার করে যে, এই যুগ কোনো সংশোধনকারী বা মাহদীর আগমনের প্রত্যাশী যুগ তা সত্ত্বেও যাকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁকে তারা স্বয়ং অস্বীকার করছে আর সাধারন মুসলমানদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে। ঐশী নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও পূর্ণ হয়েছে, এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যকেই আহ্বান করছে, এদিকে তারা মনোযোগী হয় না। আজ মুসলমানরা যদি এই সত্য বিষয়টি উপলব্ধি করে অর্থাৎ যে মসীহ্ ও মাহদী আগমন করার ছিল তিনি আগমন করেছেন আর মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক এবং সত্যিকারের দাস ইনিই এবং তাঁর বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী আবশ্যক এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে পৃথিবীতে মুসলমানরা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করতে পারতো অন্যথায় মুসলমানদের যা হওয়ার তা তো হচ্ছেই। আর তাঁকে মান্য করার পর আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণসমূহ আকর্ষণকারী হতে পারতো। আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিবেকবুদ্ধি দান করুন।

রমযান মাসে প্রত্যেক আহমদী নিজের জন্য দোয়া করার পাশাপাশি প্রত্যেক প্রকারের বিশৃঙ্খলা থেকে যেন জামা'ত সুরক্ষিত থাকে- সেজন্যও দোয়া করুন। একই সাথে মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের চোখ খুলে দেন ও তাদের নিকট থেকে অজ্ঞতাকে দূরীভূত করেন। আর তাদের এ বিষয়টি যেন উপলব্ধি দেন যে, রসূলূল্লাহ্

(সা.)-এর খতমে নবুওয়্যতের মর্যাদা প্রকৃত অর্থে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এবং তাঁর জামা'তই জানে।

পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষভাবে নিজ দেশের জন্যও দোয়া করা উচিত। পাকিস্তানী আহমদীদের জন্যও দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা নৈরাজ্যবাদী এবং বিশৃঙ্খলাকারী এবং স্বার্থপর লোক আর নেতাদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। একইভাবে বুর্কিনাফাসোঁর আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের বিশেষভাবে দোয়ায় স্মরণ রাখুন। সেখানে প্রত্যেক জুমু'আতে কোনো না কোনো শংকা থাকে। পৃথিবীর সকল আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক আহমদীকে সুরক্ষিত রাখুন। আর প্রত্যেক আহমদীকে দৃঢ়তা দান করুন এবং ঈমান ও বিশ্বাসে প্রবৃদ্ধি দান করুন। পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে যেন রক্ষা পায় সেজন্যও দোয়া করুন। পৃথিবীর বর্তমান যে অবস্থা যেন তা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় (তথা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে) দাঁড়িয়ে আছে। বাহ্যিক যুদ্ধের দিকেও অগ্রসর হচ্ছে, এর ফলেও ধ্বংস আবশ্যম্ভাবী আর চারিত্রিক স্খলন সীমাতিক্রম করে ফেলেছে। এরা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করছে, পাছে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধকে উস্কে দেয় আর এর ফলে আল্লাহ্র শাস্তি পাছে এদের ওপর অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন, আহমদীদেরকে নিজেদের ফরজ (তথা অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব) পালন ও অধিকার প্রদানের সৌভাগ্য দিন আর সব ধরনের দুর্বিপাক থেকে সুরক্ষা করে নিজ সুরক্ষা চাদরে আবৃত রাখুন।

আরো একটি ঘোষণা দিতে চাই। গতকাল ছিল ২৩মার্চ। আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকা যা সপ্তাহে দুই দিন প্রকাশিত হতো, এটি এখন দৈনিক হয়ে গেছে। তাই যারা উর্দূ ভাষায় পাণ্ডিত্ব রাখেন তাদের এটি পড়া উচিত, ক্রয় করা উচিত, সাবস্ক্রাইব করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এ থেকে সবাইকে কল্যাণ লাভের সৌভাগ্য দিন। আর আল ফজলের লেখকদেরও সৌভাগ্য দিন, তারা যেন উত্তম প্রবন্ধ লিখতে পারেন। আমীন